দৈনিক সংবাদ

তারিখ ... ... SEP. 1.1 1999..
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ১

160

অকৃতকার্য এসএসসি ছাত্রদের প্রসঙ্গে

অতি সম্প্রতি এসএসসি '৯৯ সালের ফেল করা ছাত্রদের জন্য আমার প্রিয় পত্রিকা সংবাদসহ বিভিন্ন পত্রিকায় কিছু কিছু লেখা প্রকাশিত হচ্ছে। বিষয়টির সাথে আমিও একমত। কারণ ২/৩ নম্বর কম পাওয়ার কারণে অনেক ছাত্র ফেল করছে এবং তারা ডিভিশনপ্রাপ্তি হতেও বঞ্চিত হচ্ছে। বিষয়টা অত্যন্ত বেদনাদায়ক ও স্পর্শকাতর। দেখা যায়, অনেক ছেলে আফসোসের কারণে পূর্ববর্তী ফলাফল বহাল রাখতে পারে না। ফলে তাদের লেখাপড়া স্বাভাবিকভাবে ইতি হয়ে যায় এবং এরপরও অনেক অভিভাবক অর্থনৈতিক কারণে পরবর্তী পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করাতে (তার পুত্রকন্যাকে) অপারগ হন। এক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট বোর্ড কর্তৃপক্ষ একটু নমনীয় হলে বেচারা বেঁচে যেতেন। এক্ষণে একটি উদাহরণ স্মরণযোগ্য যা গত ১৫-৮-৯৯ তারিখে বিনীত কুমার চক্রবর্তী বাবুর লেখা হতে জানা যায়। তিনি লিখেছেন, এস.এস.সি পরীক্ষা মূলত একটি প্রাথমিক পর্যায়ের পরীক্ষা। এটি দেশের শিক্ষিতের হার বৃদ্ধিতে সহায়ক। এই পরীক্ষায় পাস করে চাকরি পাওয়া যায় না; কিন্তু পরবর্তীকালে জীবন গঠনের সুযোগ পাওয়া যায়। আমার ক্ষুদ্র জ্ঞানে কথাটা অত্যন্ত মূল্যবান। বর্তমানে গণতান্ত্রিক সরকার জনমতের প্রতি অত্যন্ত শ্রদ্ধাশীল। তাই সরকারের নিকট আবেদন- দয়া করে সংশ্লিষ্ট বোর্ড প্রধানদের সঙ্গে নিয়ে বিষয়টির প্রতি গুরুত্ব পর্যালোচনা করবেন। যাতে করে ২/৩ অথবা ৫ নম্বর কম পাওয়া ছাত্রদের পাস করিয়ে দিয়ে উচ্চ শিক্ষার দ্বার খুলে দেয়া যায়। এ প্রসঙ্গে সংবাদ পত্রিকায় প্রকাশিত '৬-৮-৯৯, ১৫-৮-৯৯ এবং ৩১-৭-৯৯ তারিখের ভোরের আলোর প্রথম পাতার খবর এবং সংবাদ-এর উল্লিখিত তারিখের চিঠিপত্র কলাম দ্রষ্টব্য। মাননীয় বোর্ড কর্তৃপক্ষের আবেদন আমরা অনেক কষ্টে ছেলেদের পরীক্ষার ও লেখাপড়ার খরচ জুগিয়ে থাকি। এ কারণে দয়া করে এক থেকে ৫ নম্বর কম পাওয়া এক বিষয়ে ফেল করা ছাত্রদের এবারে পাস করিয়ে দিন। আমি রাজশাহী বোর্ডের অন্তর্গত এক ছাত্রের অভিভাবক। রাজশাহী রাজশাহী বোর্ড কর্তৃপক্ষে প্রতিও আবেদন, দয়া করে আমাদের প্রতি একটু সদয় হোন। মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী, শিক্ষা সচিব, চেয়ারম্যান, পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক এবং পরীক্ষা কমিটির প্রতিও আমাদের একই আবেদন।

মৌলানা আঃ আউয়াল
ডাংগাপাড়া বাজার
হাকিমপুর, দিনাজপুর।